শিশু-পাঠ।

প্রথম ভাগ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাভূষণ এম্ এ-প্রণীত।

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ভাদ্র, ১২৯৮ সাল।

নিবেদন—

উন্নতি মানবজীবনের স্বাভাবিকী গতি। মানবজীবনের এই স্বাভাবিকী গতি অনুসারে ইহার সমস্তই গতিশীল। যে দেশে এই স্বাভাবিকী গতি রুদ্ধ হয়, সেই দেশের জাতীয় জীবন নষ্ট হয়। যে ভাষার এই স্বাভাবিকী গতি বন্ধ হয়, সেই ভাষাকে মৃতভাষা কহে। সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন্ প্রভৃতি ভাষার এই গতি রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই—ইহাদিগকে মৃতভাষা কহে। ইংরাজী, ফরাশি, জার্ম্মান, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার এই গতি অপ্রতিহত রহিয়াছে বলিয়া—ইহাদিগকে জীবন্ত ভাষা কহে। জাতীয় জীবনের উন্নতির সহিত এই জীবন্ত ভাষাগুলিরও ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। ভাষার ক্রমোন্নতির প্রধান পরিচয়—ইহার পাঠ্য-পুস্তকাবলীর ক্রমশঃ উন্নতি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের পাঠ্যপুস্তকাবলীর দিন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ঐ সকল দেশের ভাষা ও জাতীয় জীবনও ক্রমোন্নতিশীল। কিন্তু বাঙ্গালা জীবন্তভাষা হইয়াও তদ্রূপ ক্রমোন্নতিশীল নহে। ইহার প্রধান কারণ আমাদের জাতি অত্যন্ত স্থিতিশীল। আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও এই সংক্রামক স্থিতিশীলতা-রোগে আক্রান্ত। তাঁহারা একবার যাহা ভাল বলিয়া স্থির করিয়া দেন, তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল পাঠ্যপুস্তক বাহির হইলেও তাঁহারা সহজে সে সকল গ্রহণ করিতে চাহেন না। দেশীয় শিক্ষিত লোক ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই স্থিতিশীল হওয়ায়, আমাদের জাতীয় ভাষার গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। গভীর-চিন্তাপূর্ণ উচ্চ অঙ্গের পুস্তক লিখিলে তাহা ত বিক্রয় হইবেই না, আর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাবলীতে পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা প্রদর্শন করারও সুবিধা অল্প। কারণ যাঁহাদের হস্তে পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের ভার, তাঁহারা সকলেই নামে মুগ্ধ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বই আর কেহ লিখিতে পারে না—এই প্রাচীন সংস্কার ইহাঁদের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং অভ্যুত্থানশীল নব্য লেখকগণের সমস্ত আশা ভরসা অঙ্কুরে বিদলিত হইতেছে। এরূপ অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

বোধ হয় কালের বিচিত্র গতিতে এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। এই আশার উপর নির্ভর করিয়া আমি শিশুপাঠাবলী ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর

পাঠ্যপুস্তকাবলীর রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইংলণ্ডে নিউ রয়াল রীডার নামক পাঠ্যপুস্তকাবলী যে প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, শিশুপাঠাবলী প্রায় সেই প্রণালীতে লিখিত হইল। অধিকন্তু ইহাতে সংক্ষেপে ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতির শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেক পাঠেই নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কারণ চরিত্রগঠনই শিক্ষাদানের মুখ্য লক্ষ্য। শিশুগণের চরিত্র শৈশব হইতে গঠিত না হইলে, পরে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। প্রথমে কতকগুলি শব্দ অভ্যাস করিতে পাছে শিশুগণের মনে বিরক্তির উদয় হয়, এইজন্য অগ্রে পাঠ দিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ শব্দগুলির বানান ও অর্থ করিতে বলা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সমস্ত নূতন ও কঠিন শব্দগুলির বর্ণমালানুসারে তালিকা প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে বালকগণের শব্দশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। যেরূপ প্রণালীতে শিশুপাঠাবলী লিখিত হইয়াছে, ইহাতে যে সুফল ফলিবে—তদ্বিষয়ে অল্পমাত্র সন্দেহ। তবে ছাত্রগণের অভিভাবকবৃন্দের এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই জন্য তাহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা বইগুলি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া উপযুক্ত কিনা তাহা বিচার করিবেন। আমার শিক্ষাসোপানাবলী পুরাতন রয়াল রীডারাবলীর অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল। সেগুলির পরিবর্ত্তন না করিয়া এই নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইল—কারণ পাঠকগণের মধ্যে উভয়শ্রেণীর পুস্তকাবলীরই উপযোগিতা আছে। এতদ্ভিন্ন লঙ্‌ম্যান্‌-প্রচারিত পাঠ্যপুস্তকাবলীর অনুকরণে আমার শিক্ষাবলী প্রচারিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বর্ণশিক্ষা নামক পাঠ্যপুস্তকাবলীও প্রচারিত হইল। সাধারণ শিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য এগুলিকে যতদূর সুলভ করা সম্ভব, করা হইয়াছে।

এক্ষণে অভিভাবকগণ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার পুস্তকাবলী সাদরে গ্রহণ করিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। অধিক আর কি নিবেদন করিব?

১২৯৮ সাল।
ভাদ্র মাস।

গ্রন্থকারস্য।

শিশু-পাঠ।

প্রথম পাঠ।

কুকুর ও গাড়ী।

এক দিন আমি কয়জন বালককে দেখিয়াছিলাম। তাহাদের সহিত একটী কুকুর ও একখানি ছোট গাড়ী ছিল। একগাছি দড়ি দিয়া তাহারা কুকুরকে গাড়ীতে বাঁধিতেছিল। তাহাদিগের অভিলাষ ছিল যে তাহারা ঐ কুকুরকে দিয়া গাড়ীখানি টানায়, এবং কুকুরও তাহা করিত। গাড়ীখানি বড় বড় পাথরে বোঝাই ছিল, সুতরাং সে তাহা নাড়িতেও পারিল না।

বালকেরা তাহার মনোগত ভাব বুঝিল না। তাহারা ভাবিল যে কুকুর অনায়াসে গাড়ী টানিতে পারিত, তথাপি ভারবহনের দুঃখ এড়াইবার মানসে টানিল না। সুতরাং তাহারা তাহাকে

মারিতে একগাছি লাঠি আনিল। উহা দেখিয়া আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে কুকুরকে মারা উচিত নহে। কারণ পাথরগুলি থাকায় গাড়ী-খানি এতদূর ভারি হইয়াছে যে সে কখনই ইহা টানিতে পারগ হইবে না।

আমার এই কথায় বালকেরা গাড়ী হইতে পাথরগুলি নামাইয়া লইল। তখন কুকুরটী ঘোড়ার মত গাড়ীখানি লইয়া ছুটিল। এই কৌতুকাবহ ঘটনায় তাহারা সকলেই অতিশয় খুসী হইল।

এই গল্পের নূতন কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি কর :—

কারণ দিন বালক মনোগত মানস ভারবহন
পাথর গাড়ী সহিত অভিলাষ সুতরাং এতদূর
ঘটনা ভাব কুকুর অনায়াসে উচিত অতিশয়
পারগ কৌতুকাবহ।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলির নাম শিক্ষা কর :—

সোণা লোহা পিতল রাং
রূপা তামা কাঁসা সীসা

দ্বিতীয় পাঠ।

কথোপকথন।

রাম। তুমি কাঁদিতেছ কেন?

শ্যাম। হেম তাহার ছড়ি দিয়া আমায় মারিয়াছে।

রাম। সে কেমন? সে ত ভাল ছেলে, আমায় ত কখন মারে না। তুমি তার কি করিয়াছিলে?

শ্যাম। আমি তাহার লাটিম লইয়াছিলাম।

রাম। তুমি কি তাহার কাছে ইহা চাহিয়া লইয়া ছিলে?

শ্যাম। না, আমি তাহা করি নাই। লাটিমটী আমার ভাল লাগিয়াছিল, সুতরাং ইহা আমি কুড়াইয়া লইয়াছিলাম।

রাম। তোমার হাতে যখন সে ঐ লাটিমটী দেখিয়াছিল, তখন কি সে তোমায় উহা ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিল?

শ্যাম। হাঁ বলিয়াছিল, তথাপি আমি ইহা উহাকে ফিরাইয়া দিতে চাহি নাই। সুতরাং

সে উহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ছিল, এবং আমায় মারিয়াছিল।

রাম। তুমিও উচিত কাজ কর নাই, আর তাহারও খারাপ ছেলের মত তোমায় মারা উচিত হয় নাই।

শ্যাম। আমার উচিত হয় নাই কেন? লাটিমটী আমার ভাল লাগিয়াছিল—তাই আমি লইয়াছিলাম। ইহাতে কি দোষ হইয়াছিল?

রাম। আমি যদি তোমার বই খানি কি কাপড় খানি লই, তুমি কি তাহা ভাল বাস?

শ্যাম। না; এ গুলি যে আমার জিনিস, সুতরাং এ লওয়া তোমার উচিত নহে।

রাম। যদি তাহা হয়, তবে হেমের জিনিস লওয়া তোমার কি উচিত হইয়াছিল? এ গুলি তাহার, তোমার নয়। সুতরাং অপরে যাহা করিলে তুমি ভাল বাস না, তুমি তাহা কেন করিবে? পরের জিনিস না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহাপাপ।

শ্যাম। বুঝিলাম—এখন হইতে আমি আর এরূপ করিব না।

এই পাঠের নূতন কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি কর :—

চুরি দোষ লাটিম কাপড় মহাপাপ জিনিস

মনের ভাবপ্রকাশক নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিক্ষাকর :—

শোক পাপ ভয় আশা কাম লোভ মদ
দুঃখ তাপ দয়া ঘৃণা ক্রোধ মোহ মাৎসর্য্য

তৃতীয় পাঠ।

ঈশ্বর।

যদিও আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে পাই না, তথাপি আমরা যাহা যাহা করি, তিনি সে সকলই দেখিতে পান। তিনি সতর্ক আমাদিগের লালন পালন করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহাকে ভাল বাসে ও ভয় করে, তিনি তাহাদিগকে বিশেষরূপে ভাল বাসিয়া থাকেন। তিনি যাহা ঘৃণা করেন, এমন কোনও কাজ তাহাদের করা উচিত নহে। আমার মনে বড় সাধ যেন আমি চিরদিন তাঁহাকে ভাল বাসিতে, তাঁহার যশোগান করিতে, এবং

তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে পারি। তাহা হইলেই আমার জীবন সফল হইবে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির দিকে দৃষ্টি কর :—

ঈশ্বর লালন বিশেষরূপ জীবন চির
সতত পালন যশোগান সফল সাধ

নিম্নলিখিত ফুলের নামগুলি মনে রাখিও :—

জবা টগর মালতী চম্পক যূঁই গোলাপ কলিকা
বেল কমল কামিনী মল্লিকা জাতী করবী ধুতুরা

চতুর্থ পাঠ।

রবি*।

ঐ দেখ গগনভালে সোণার থালার মত রবি উদিত হইয়াছে। উহা হইতে কিরণজাল বাহির
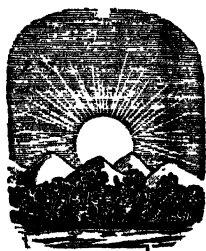
হইয়া চারি দিকে বিকীরিত হইয়াছে। ভূতল যেন সোণার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। চারিদিক্ যেন হাঁসিয়া উঠিয়াছে। বিহগকুল নিজ নিজ নীড় ছাড়িয়া নানাদিকে উড়িয়া

যাইতেছে এবং মনের সুখে—মধুর গান গাইতেছে, এবং কাননে বিকসিত কুসুমরাজি হইতে সুবাস লইয়া বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে। চল আমরা একবার নদীতীরে বেড়াইয়া আসি।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি কর ঃ—

বায়ু	ধীর	রবি	নীড়	বিহগকুল
ভূতল	মধুর	গান	গগনভাল	দিক্
কিরণজাল	কুসুমরাজি	সুবাস	কানন	বিকীরিত

নিম্নলিখিত লেখাপড়ার জিনিষগুলির নাম মনে রাখিও ঃ—

পুস্তক	কলম	কালী	পেন
কাগজ	দোয়াত	পুঁথি	নিব্

পঞ্চম পাঠ।

ঝরণার জল।

(১)

ঝর ঝর ক'রে পড়ে ঝরণার জল,
শুনিতে মধুর বড় রব কল কল ;
পড়িছে জলের বেগ পাষাণ-উপর,
যাইতেছে চূরমার হইয়া পাথর।

(২)

ঝরণা হইতে নদী হতেছে বাহির,
জলরাশি মিলে ধরে নদীর আকার;
বেণীরূপে প্রথমেতে নদী বাহিরায়,
সাদা সরু বেণী কালে বিশালতা পায়।

(৩)

ছোট ছোট নদী আসি তাহাতে মিশায়,
বিশাল হইতে থাকে যত আগে ধায়।
তরুরাজি বিরাজিত তীরেতে তাহার—
হইতে থাকে গো সদা যত কাল যায়।

(৪)

তরুশাখা'পরি বসি বিহগের দল,
আপন মনেতে গান করে সদাকাল;
তীরেতে আসিয়া বাস করি সাধুগণ,
যপ তপ আরাধনে থাকেন মগন।

(৫)

বাড়িতে বাড়িতে নদী কালেতে সাগরে,
আসিয়া মিলিত হ'য়ে বাড়ায় তাহারে;

জোরভাটা খেলে তায় দুবেলা তখন,
সাগর হইতে আসে জলচরগণ।

(৬)

নৌকা* ও জাহাজ* কত তাহার উপর,
বাহিয়া লইয়া যায় পণ্যদ্রব্যচয় ;
যাতায়াত করে লোকে দেশ-দেশান্তর,
যে দেশে নাহিক নদী—কর পরিহার।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি কর :—

শাখা রব জল ঝর ঝর মধুর উপর পাষাণ
সাদা বেগ গণ কল কল আকার সাগর বিশাল
বেণী সরু যপ তরুরাজি সাধুগণ জলচর পণ্য
নদী তরু তপ বিরাজিত আরাধন জলরাশি দ্রব্য
দেশান্তর জাহাজ চয় পরিহার যাতায়াত

নিম্নলিখিত বস্ত্রগুলির নাম মনে রাখিও :—

ধুতী কাপড় চাপকান পেন্টুলেন শাড়ী গামছা
চোগা কোট জামা রুমাল মোজা তোয়ালে

ষষ্ঠ পাঠ।
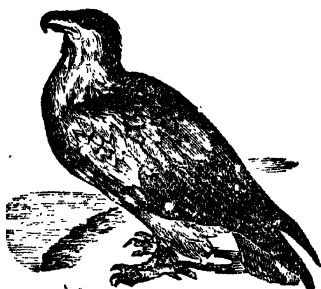
*পাখী গান গাও।

(১)

গাও পাখী গাও গান—শ্রবণে মধুর,
যশোগান গাও তাঁর—যিনি সৃজেছেন ;
যাঁহার সদয় কর, করে নিরন্তর—
তোমার ও আমাদের রক্ষণ পালন।

(২)

যাঁহার আদেশে রবি করে বিকীরণ,
নিরন্তর কররাজি ধরার উপর ;
বিরাম নাহিক তার—করে সঞ্জীবন—
জীবগণে ও উদ্ভিদে—গাও গান তাঁর।

(৩)

যাঁহার আদেশে বহে মৃদুল পবন,
যাঁহার আদেশে নদী বহে নিরন্তর,
যাঁহার আদেশে গ্রহ ও নক্ষত্রগণ,
নিরন্তর ঘুরিতেছে গাও গান তাঁর।

পাঠস্থিত নূতন শব্দগুলির দিকে দৃষ্টি কর :—

আদেশ	মৃদুল	শ্রবণ	রক্ষণ	সদয়
কররাজি	নক্ষত্র	পবন	যশোগান	পালন
বিশ্রাম	বিকীরণ	জীবগণ	সঞ্জীবন	গ্রহ

নিম্নলিখিত ফল গুলির নাম মনে রাখিও :—

আম	আতা	আনারস	দাড়িম	লেবু
কুল	তাল	জাম	পিয়ারা	নারিকেল
বেদানা	লিচু	বেল	তেঁতুল	পানিফল
বাতাবী	কাঁঠাল	নাসপাতি	পেঁপিয়া	কলা

সপ্তম পাঠ।

ভাল ছেলে।

আমি দেখিতেছি, হরি ভাল ছেলে। তাহার কোনও দোষ নাই। সে সদা তাহার পাঠে রত থাকে। বেণী ঠিক্ তাহার বিপরীত। বেণীকে

আমরা যখন যে বই দিই, সে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে। ঐ দেখ তাহার বইএর পাতাগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং কেমন করিয়া সে আর পড়িবে?

হরির বই, কাগজ ও কলম—সকলই যেন নূতন রহিয়াছে। সে যেমন পড়ে, তেমনই লেখে। তাহার হাতের লেখা খাসা। সে খাতায় কত কি লিখিয়া রাখিয়াছে! গুরুমহাশয় যাহা বলিয়া দেন, সে বাটী আসিয়া সকলই খাতায় লিখিয়া রাখে। সুতরাং তাহার সব মনে থাকে।

তাহার হৃদয়ও দয়ার সাগর। একদিন সে পাঠশালা হইতে আসিবার সময় পথে এক দীন দুঃখীকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে সময় শীতকাল, সুতরাং গায়ে কাপড় না থাকায় সে শীতে কাঁপিতে-ছিল। তাহা দেখিয়া হরি তাহার গায়ের দোলাই খানি খুলিয়া সেই দীনদুঃখীকে দিল। বালকের দয়া দেখিয়া সেই দীনের দুনয়ন হইতে দর-বিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অনেক জায়গা

বেড়াইয়া সে আজ কিছুই পায় নাই, তাই বালকের দয়ায় তাহার হৃদয় এত গলিত হইল।

বেণী পরকে কিছু দেওয়া দূরে থাকুক্, পরের জিনিস দেখিলেই চুরি করে। পাঠশালে যে যাহা ভুলিয়া ফেলিয়া যায়, বেণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া বাটীতে আনে এবং যাহার জিনিস তাহাকে ফিরাইয়া দেয় না। সুতরাং বেণী সকলের নিকট চোর বলিয়া জানিত হইতে লাগিল। কেহই তাহার সহিত কথা কহিত না। তাহাকে দেখিলে সকল ছেলেই সরিয়া যাইত। বেণীর জানা উচিত, যে সে যেমন আপনার জিনিসগুলি ভাল বাসে। অপরেও তাহার জিনিস সেইরূপ ভালবাসে। হরি ভুলিয়াও কখন পরের জিনিস লয় না, সুতরাং সকলেই হরিকে ভালবাসে।

পাঠস্থিত নূতন শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি কর:—

পর	শীত	দয়া	দোষ	পাঠ	ভূতল
পাঠশাল	দূর	চোর	দুঃখী	রত	মন
হৃদয়	শীতকাল	গলিত	সহিত	নয়ন	বালক

নিম্নলিখিত পশুগণের নাম মনে করিয়া রাখিও ঃ—

গাভী	সিংহ	বৃক	হস্তী	ভল্লুক	মেষ
বিড়াল	ছাগী	ব্যাঘ্র	বৃষ	উষ্ট্র	ঘোটক
মৃগ	শৃগাল	কুক্কুর	শূকর	হরিণ	গর্দ্দভ

অষ্টম পাঠ।

মধুমক্ষিকা ও ভ্রমর।

(১)

উড়িয়া যাইতেছিল মৌমাছি গগণে,
ভোমরা একটী তাকে দেখিয়া বলিল—
"ওহে ভাই মধুলিহ তোমায় কি গুণে,
কয়ে লোকে আদর এত আমায় তা বল।

(২)

"সোণার মতন পীত তোমার শরীর,
তাইতে কি লোকে এত করে গো আদর?
তা না হ'লে ভেদ কিছু দেখি না তো আর,
সকলি আমার মত হয় গো তোমার!

(৩)

"আমি কাল, তাই ব'লে কিগো করে অনাদর?
সাগরের জল কাল, কাল জলধর,
নয়নের তারা কাল, কাল বংশীধর,
হয় কাল নীলমণি, কালী কাল আর।

(৪)

"ঘৃণা নাহি করে লোকে এদের কখন,
তবে কেন এত রাগ আমার উপর?
পাখনা দুখানি আছে তোমার মতন,
উড়িতে পারি গো আমি গগন-ভিতর।

(৫)

"রঙ ছাড়া কিসে আমি তোমা হ'তে হীন,
বুঝাইয়া দেও মোরে ওহে মধুকর?
না দেখি কিছুই ভেদ—তবে হেন কেন,
বলে দেও মোরে—অকারণ অনাদর?"

(৬)

"হয় গো সকলি ঠিক্—যা'তুমি বলিলে,
সখে ভোমরা আমায়?—তবু লোকে কেন—

করে সমাদর মোর, শুন দিই ব'লে ;
অপকার কারো আমি করি না কখন।

(৭)

"দয়া করে সবে ওগো তাঁহার উপর,
বিদিত নিরীহ ব'লে জগতে যে জন ;
ফুলে ফুলে ঘুরে করি সঞ্চয় মধুর,
অপকার করি না গো কাহারো কখন।

(৮)

(কিন্তু তুমি) "কানের গোড়ায় গিয়ে কর ভন ভন,
হূল ফুটাইয়া দেও লোকের শরীরে ;
বিনা দোষে লোকসহ করে যে গো রণ,
সমাদর লোকে তারে কেমনে গো করে ?"

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি কর :—

দোষ	রণ	ভ্রমর	গগন	মধুলিহ	শরীর	জলধর
লোক	হীন	আদর	মতন	মধুকর	ভিতর	বংশীধর

অপকার	অকারণ	নিরীহ	জগৎ
অনাদর	সমাদর	বিদিত	মৌমাছি

নবম পাঠ।

শরতের প্রাতঃকাল।

১। হেম! ঐ দেখ সূর্য্য উঠিয়াছে। তোমার আর বিছানায় থাকা উচিত নহে। উঠ, উঠিয়া হাত মুখ ধোও, এবং হাত মুখ ধুইয়া কাপড় চোপড় পর।

২। আহা আজ কি সুন্দর দিন! প্রভাতের সুস্নিগ্ধ পবনহিল্লোলে উৎফুল্ল হইয়া বিহগকুল মনের সাধে গান করিতেছে। মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় আকাশের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। মাঠে বেড়ানোর ইহা দিব্য সময়।

৩। চল আমরা মাঠে যাই, এবং মাঠে গিয়া দেখিগে, শস্যক্ষেত্র-সকল শ্যামল শস্যরাজিতে
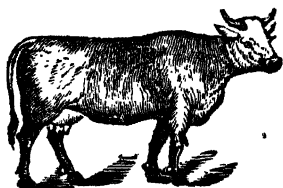
কেমন রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছে! কৃষকগণ নিড়ানী দিয়া ধানের গাছের মধ্যে যে ঘাস জন্মিয়াছিল, তাহা উপড়াইয়া দিতেছে। গোদল* পতিত জমিসকলে একাগ্রমনে চরিতেছে। পাখী-

সকল ঝাঁকে ঝাঁকে এ ক্ষেত হইতে উড়িয়া ও ক্ষেতে যাইতেছে।

৪। ঐ দেখ উহারা অদূরে একটী ঝোপ ও গাছের উপর গিয়া বসিল। ঐ শুন উহারা কেমন গান করিতেছে! ঐ ঝোপটী কি সুন্দর! যেন একটী রম্য নিকুঞ্জবন! চল আমরা উহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া সুশীতল বায়ু সেবন, পক্ষীর সুমিষ্ট গান শ্রবণ, এবং গোবৎস ও ছাগশাবকের লম্ফ ও ক্রীড়া দর্শন করি।

এই পাঠে নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে:—

সূর্য্য	হিল্লোল	প্রভাত	নিকুঞ্জবন
সুন্দর	উৎফুল্ল	শস্যক্ষেত্র	সুমিষ্ট
সুস্নিগ্ধ	অপূর্ব্ব	শ্যামল	লম্ফ
সুশীতল	দিব্য	শস্যরাজি	ক্রীড়া

নিম্নলিখিত কয়টী কথা অর্থ জানিয়া অভ্যাস করিবে:—

পিতা	ভ্রাতা	খুড়া	মামা	মেসো	পুত্র	সন্তান
মাতা	ভগিনী	খুড়ী	মামী	মাসী	কন্যা	সন্ততি

দশম পাঠ।

এক এক সময়ে এক এক কাজ।

(১)

কাজের সময় কাজ, খেলা খেলার সময়,
শুন ওহে শিশুগণ একে সুনিয়ম কয়;
আধখানা-করা কাজ কভু ভাল নাহি হয়,
একমন হবে সদা তুমি পাঠের সময়।

(২)

এক কাজ যদি কর একই সময়ে,
জানিবে সে কাজ ভাল হইবে তোমার;
মন যদি এককালে বিবিধ বিষয়ে,
নিয়োজিত কর, সব হবে ছারখার।

(৩)

অতএব কাজ খেলা একই সময়ে,
করিও না কভু তুমি শুন উপদেশ;
এক এক ক'রে কাজ নিয়ত করিয়ে,
সুফল যদি না পাও—ছেড় উপদেশ।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি দেখ :—

কভু	শিশুগণ	বিবিধ	নিয়োজিত	পাঠ
শুন	সুনিয়ম	বিষয়	উপদেশ	কাল

নিম্নলিখিত জ্যোতিষ্কগুলীর নাম কয়টী মনে রাখিও :—

রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু ছায়াপথ

একাদশ পাঠ।

কখন বিবাদ করিও না।

তৃণ চেয়ে নীচ জীব হইগো যখন,
আমাদের হ'তে হবে নিরীহ তখন।
কলহ বা মারামারি কভু না করিব,
কলহে হৃদয় ফাটে, (তাই) কলহ ত্যজিব।
পাঠাগার হৃদয়ের সাধন-আলয়,
সব যাবে মারামারি করিলে তথায়।
যেমন চটুল ছোট মেষ শিশুগণ,
মৃদু মৃদু নাচি খেলে জননী-সদন,
আমরা তেমতি ধীর থাকি সারাদিন,
আসিব মায়ের কাছে হরষিত-মন।

পালিব আদেশ সব, পিতা ও মাতার,
তাঁহাদের মত গুরু নাহি আমাদের।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি কর :—

তৃণ নীচ আলয় সদন শিশু পাঠাগার চটুল
গুরু জীব তথায় কলহ মাতা হরষিত মৃদু

এই কয়টী নদীর নাম মনে রাখিও :—

গঙ্গা, ভাগীরথী, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী,
মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাপ্তী, গোমতী,
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, দামোদর, শোন, মেঘনা, পদ্মা।

দ্বাদশ পাঠ।

সোণার নিয়ম।

সবার নিকটে তুমি পাইতে যেমন—
কর অভিলাষ, ক'রো তাদের উপর
সেইরূপ আচরণ—বলোনা এমন—
কিছু করোনা এমন—যাহাতে পরের—
মনে হয় দুঃখোদয়,—তোমার মাথায়—
পার না লইতে যাহা—দিও না কাহায়।

পাঠস্থ নিম্নলিখিত নূতন শব্দ কয়টীর দিকে দৃষ্টি কর :—

আচরণ, নিকট, দুঃখোদয়, নিয়ম, অভিলাষ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম মনে রাখিও :—

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

ত্রয়োদশ পাঠ।

মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।

১। একটী বালককে একবার কোন পাহাড়ের উপর বনের ধারে একটী মেষপাল চরাইতে পাঠান হয়। সে বড় কৌতুকপ্রিয় ছিল, এই জন্য সে মাঝে মাঝে যখন বাস্তবিক কোনও নেক্‌ড়ে বাঘ দেখা যাইত না, তখনও "ঐ নেক্‌ড়ে! ঐ নেক্‌ড়ে!" বলিয়া চীৎকার করিত।

২। এইরূপে সে, মাঠে যাহারা কাজ করিত, তাহাদিগকে টানিয়া আনিত, এবং তাহাদিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিত।

৩। অবশেষে এক দিন সত্য সত্যই একটী নেক্‌ড়ে বাঘ* আসিল, এবং ঐ বালক মাঠের

লোকদিগকে ঐ কথা বলিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া গেল। কিন্তু বার বার প্রতারিত হইয়াছিল বলিয়া এবার লোকে তাহার সে কথা আর শুনিল না। তথাপি ঐ বালক বলিতে লাগিল, "বাস্তবিকই নেকড়ে আসিয়াছে এবং বোধ হয় সে পালের মেষ ও মেষশাবকগণ মারিয়া ফেলিবে"।

৪। লোকেরা বলিল 'আমরা তোমায় উত্তমরূপে জানি, সুতরাং তোমার কথায় কাণ দিতে পারি না।' সে বার বার চীৎকার করিতে লাগিল এবং সাহায্য প্রার্থনা করিল, তথাপি কেহই

তাহার নিকটে গেল না। সুতরাং ঐ নেক্‌ড়ে অবাধে মেষপাল ও মেষশাবকগুলির উপর পড়িল; এবং একটীকে লইয়া পলায়ন করিল; দুই তিনটীকে মারিয়া ফেলিয়া গেল; ও আট নয়টীকে কামড়াইয়া গেল।

পাঠাস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির দিকে দৃষ্টি কর :—

সত্য	কৌতুক-প্রিয়	উচ্চৈঃস্বর	চীৎকার	শাবক
কথা	বাস্তবিক	অবশেষ	পলায়ন	সাহায্য
অবাধ	উত্তম	প্রতারিত	প্রার্থনা	মেষপাল

নিম্নলিখিত ভারতের প্রধান কয়টী পর্ব্বতের নাম মনে রাখিও :—

হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, ঘাট, আরাবলী, নীলগিরি।

চতুর্দ্দশ পাঠ।

বায়ু।

বিনা এ বাতাস, তৃণ পায় নাশ,
পশুরা না পারে চলিতে ফিরিতে,
বিহঙ্গ না পারে আকাশে উড়িতে,
নাসায় না সরে নিশ্বাস প্রশ্বাস।

বায়ুর বিহনে রয় না জীবন,
তবে আমাদের নিশ্বাসের সাথে—
ছুটুক প্রার্থনা তাঁহারি সাথে,
যাঁহার আদেশে বহে সমীরণ।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি মনে রাখিও :—

বিনা	বিহঙ্গ	নিশ্বাস	সমীরণ
নাশ	আকাশ	প্রশ্বাস	জীবন

নিম্নলিখিত ভারতের প্রধান প্রধান হ্রদগুলি স্মরণ করিয়া রাখ :—

মানসসরোবর,	রাবণহ্রদ,	চিল্‌কা,
পালিকট,	শম্বর,	লোণার।

পঞ্চদশ পাঠ।

নিষ্ঠুরতা।

১। এক দিন শিব মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। সে পথে একটী পাখীর বাসা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, এবং তাহার ভিতর হইতে পাখীর ছানাগুলি বাহির করিয়া লইয়াছিল। সে তাহাদিগকে লইয়া বাটী আনিল। কিন্তু কেমন করিয়া খাইতে হয় ছানাগুলি তাহা জানিত না, এবং তাহাদিগকে

কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয় শিবও তাহা জানিত না। সুতরাং সেই নিরীহ জীবগুলি আহারাভাবে অচিরাৎ মরিয়া গেল।

২। তাহার পরদিন আরও পাখীর ছানার অনুসন্ধানে বাহিরে গেল; দেখিল সেই বাসাটীর পার্শ্বে নিরীহ ধাড়িটী বসিয়া আছে। ছানাগুলি গিয়াছে বলিয়া ধাড়িটী শোকাকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

৩। এক দিন সে পাথর ছুড়িয়া একটী সুন্দর পাখীকে মারিয়া ফেলিয়াছিল; এবং সেই মরা পাখীটীকে তাহার কুকুর দিয়া খাওয়াইয়াছিল। তাহার বাসায় কতকগুলি ছানা ছিল। তাহারা উড়িতেও শিখে নাই, সুতরাং সে গুলি বড় কষ্টে পড়িল, এবং অনাহারে অচিরাৎ মরিয়া গেল।

৪। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যদি শিবের বাটী হইতে শিবকে কেহ লইয়া যায়, বা তাহাকে কোন অপরিচিত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং অনাহারে বা প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলে, শিব তাহা কখনই ভাল বাসিবে না। সুতরাং শিবের

এরূপ অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা কোনও মতে উচিত হয় নাই।

পাঠস্থ নিম্নলিখিত শব্দগুলি লক্ষ্য কর :—

কষ্ট, সৌন্দর্য্য, শোকাকুল, অচিরাৎ, অপরিচিত, প্রস্তরাঘাত, আবদ্ধ, অকারণ, নিষ্ঠুরতা, পার্শ্বে।

আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির নাম স্মরণ কর :—

হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, স্কন্ধ, মস্তক, গ্রীবা, উদর ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত খাদ্য দ্রব্য গুলির নাম মনে রাখিও :—

ঘৃত	দধি	মাখম	ছানা	সন্দেশ	লুচী
দুগ্ধ	ঘোল	নবনীত	চিনি	মিঠাই	রুটী
জিলাপী	নিম্‌কি	মিছরি	ফেণি	ভাত	ঝোল
কচুরী	সিঙেড়া	বাতাসা	গুড়	ডাউল	তরকারি
মুড়ি	খই	ব্যঞ্জন	পোলাও	পরমান্ন	কোর্ম্মা
মুড়্‌কী	চিঁড়া	লবণ	কালিয়া	ক্ষীর	কোপ্‌তা

ষোড়শ পাঠ।

ক্রীড়াশীল বালক।

১। একদিন গ্রীষ্মকালে কোনও বিলাতবাসিনী রমণী তাঁহার ছোট ছেলেকে তাহার বিদ্যালয়ে

পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে তাঁহার পুত্র খেলা অত্যন্ত ভালবাসে, এই জন্য তিনি তাঁহার কন্যাকে পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

২। সে দিন বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, তাই বালক ভাগিনীকে বলিল—"আজ বড় গরম পড়িয়াছে, সুতরাং স্কুলে গিয়া কাজ নাই, চল আমরা নদীর তীরে গিয়া খেলা করি।"

৩। ভগিনী বলিল—"না—না—তাহা হবে না; আমার খেলা করিবার সময় নাই। তোমাকে স্কুলে রাখিয়া, আমি নগরে গিয়া মায়ের জন্য পশম, ছুঁচ ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিব। আমি ও মা দুই জনে খাটিয়া, মোজা জামা ও কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, বাজারে লইয়া বিক্রয় করিব, এবং সেই অর্থে আমাদের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিব"।

৪। সেই সময় একটী মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া

বালক বলিল—"আমার মৌমাছির মত হইতে ইচ্ছা করে। তাহা হইলে আমার কিছুই করিতে হইবে না—বানান মুখস্থ করিতেও হইবে না, এবং লিখিতেও হইবে না"।

৫। তাহার ভগিনী বলিল—"তোমায় কে বলিল যে মৌমাছী অলস? মৌমাছী অলস নহে, সে শীতকালে—যখন কোনও ফুল ফুটিবে না, সেই সময়ের জন্য মধু সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে নিয়ত মধু সঞ্চয় করিয়া বেড়াইতেছে। সে মধু লইয়া মধুচক্রে উড়িয়া যাইতেছে"।

৬। পরক্ষণেই তাহারা শুনিতে পাইল—একটী পাখী গান করিতেছে। শুনিয়াই বালক বলিয়া উঠিল—"আহা! পাখীরা কেমন সুখী। বোধ হয় ইহার কোনও কাজ নাই, তাই মনের সুখে গান করিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে এই বৃক্ষের ছায়ায় সমস্ত দিন বসিয়া উহার গান শুনি"।

৭। কিন্তু তাহার ভগিনী বলিল—"ঐ দেখ!

পাখীটী মুখে করিয়া তৃণ লইয়া উড়িয়া গেল, বোধ হয়, ঐ তৃণদ্বারা তাহার বাসা প্রস্তুত বা মেরামত করিবে। বাসা প্রস্তুত করিতে ইহার তৃণ শৈবাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হয়, সুতরাং ইহার অলস হইয়া থাকিবার সময় নাই"।

৮। আবার কিয়ৎ দূর গিয়া তাহারা পথের ধারে একটী কুকুর দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়াই বালক বলিল—"আমি এই কুকুরের সঙ্গে খেলা করি না কেন, ইহার কোনও কাজ আছে বলিয়া ত বোধ হইতেছে না"।

৯। এই সময়ে দূর হইতে একটী তীব্র শিষ্ শুনা যাইল। এই শিষ দেওয়া শুনিয়াই কুকুরটী দৌড়িয়া প্রভুর নিকট গেল। তাহার প্রভু মেষপাল লইয়া তখন মাঠে যাইতেছিল, প্রভুভক্ত কুকুর তাই তাহার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া গেল।

১০। আরও কিছু দূর গিয়া তাহারা একটী ঘোটক দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিবামাত্র বালক বলিল—"ইহার কোনও কাজ থাকিতে

পারে না, সুতরাং আমি ইহার সহিত খেলা করিব"।

এই বলিয়া সে যেমন ঘোটকটীকে ধরিতে যাইবে, অমনি একজন লোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। সে বালককে বলিল—"এই অশ্বটী আমার লাঙ্গল চষে, এবং আমার শস্য মাড়াই করে। সেই শস্য বিক্রয় করিয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করি"।

১১। যখন সেই বালক দেখিল যে প্রত্যেক মৌমাছীর, প্রত্যেক পক্ষীর এবং প্রত্যেক পশুর কিছু না কিছু করিতেই হয়, তখন সে ভগিনীকে বলিল—"আমি স্কুলে যাইব, এবং তথায় গিয়া পড়াশুনা করিব। পড়াশুনা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে, জননী আমায় অন্যান্য বালকের সঙ্গে খেলা করিতে দিবেন"—এই বলিতে বলিতে আজ সে মনের উল্লাসে স্কুলের দিকে ছুটিয়া গেল। তখন তাহার ভগিনী প্রফুল্লচিত্তে আপন কাজে গমন করিল।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলি মনে রাখিও :—

গৃহ ক্রীড়াশীল কন্যা ক্রীড়া স্কুল

পক্ষী গ্রীষ্মকাল পুষ্পান্তর খেলা পুত্র

অন্যান্য উল্লাস প্রত্যেক মধু প্রস্তুত

প্রফুল্ল শৈবাল সঙ্গ নিয়ত গমন

[illegible] জননী চিত্ত সঞ্চয় বানান

প্রভু ভগিনী মধুচক্র অলস তখন

নিম্নলিখিত পাখীগুলির নাম স্মরণ করিয়া রাখিও :—

কাক শুক শকুনি মদনা

বক শারী গৃধিনী ময়না

ময়ূর কোকিল দৈয়াল পেচক

ময়ূরী কোকিলা বুল্‌বুল শালিক
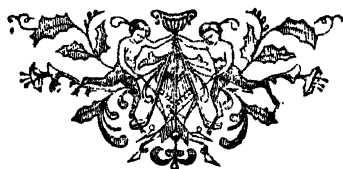
দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পাঠ।

প্রাতঃভ্রমণ।

হরেন। সুরেন্! তুমি এখনও ঘুমাইয়া আছ? তুমি কতক্ষণ ধরিয়া নিদ্রিত থাকিবে? ঐ দেখ! রবিমণ্ডল একখানি সুগোল সোণার থালার মত গগনপটে আবির্ভূত হইয়াছে। উহার সুবর্ণাভ কিরণজালে দশদিক্ যেন হাঁসিয়া উঠিয়াছে! আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমায় উঠাইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তুমি চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া থাকায়, আমি কেবল জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া তোমায় ডাকিতেছি।

সুরেন। হরেন্! তুমি এত ভোরে কেন আসিয়াছ? আমার চোখে ভাই! এখনও ঘুম রহিয়াছে। তুমি না ডাকিলে আমি আরও অনেকক্ষণ ঘুমাইতাম। তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া ভাল

কর নাই। আমি অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া থাকি, সুতরাং সকালে না ঘুমাইলে আমার শরীরের অবসাদ ঘুচে না।

হ। ভাই! এ পরামর্শ তোমায় কে দিয়াছে? অধিক রাত জাগিয়া পড়িলে পড়াও ভাল হয় না, অথচ শরীরও ক্রমে খারাপ হইয়া যায়। আর প্রাতঃকালে উঠিলে শরীরও সুস্থ থাকে, আর পড়াও ভাল হয়। রাত্রির পড়ায়, ও সকালের পড়ায় অনেক প্রভেদ। অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়িলে নিদ্রার আবেশে যাহা পড়া যায়, তাহা যেন ভাসিয়া যায়। সকালে উঠিয়া বোধ হয় যেন রাত্রিতে যাহা পড়িয়াছি, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি।

আর দেখ! যে সকালে উঠে না সে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। নয়ন কেন—শ্রবণ ও ঘ্রাণও তাহার অতৃপ্ত থাকে। ভাই, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ, প্রকৃতি দেবী কি মনোলোভা শোভা ধারণ করিয়াছে! বিবিধ ফুল ফুটিয়া কাননকে

নানা সাজে সাজাইয়াছে। প্রভাত-সমীরণ সেই সকল ফুলের উপর দিয়া বহিয়া সুবাস হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই পুষ্প-সুবাসিত, বায়ু সেবন করিলে শরীর ও মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, এবং শিরায় শিরায় যেন নব জীবন সঞ্চার হয়। আর ঐ শুন বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া পক্ষিগণ মনের উল্লাসে তান-লয়-যোগে কেমন সুমিষ্ট গান করিতেছে! সেই স্বরলহরী শুনিলে অতি পাষণ্ডেরও মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, তাহাদের সহিত একতানে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে ইচ্ছা হয়। যে প্রাতঃকালে কখন উঠে নাই, সে কখন এই অলৌকিক ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

হরেনের এই কথা শুনিয়া সুরেন্ আর শয্যায় থাকিতে পারিল না। সে সলজ্জভাবে উঠিয়া হরেন্‌কে দোর খুলিয়া দিল। তখন তাড়াতাড়ি মুখ প্রক্ষালন করিয়া সে হরেনের সহিত কানন-ভ্রমণে বহির্গত হইল। এখন বসন্তকাল— সুতরাং কোকিল, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি পক্ষীর সুমিষ্ট কূজন

শ্রবণ করিয়া, এবং গোলাপ মল্লিকা, মালতী, যুঁই, সেফালিকা প্রভৃতি ফুলের সুবাস আঘ্রাণ করিয়া, এবং মেষশাবক ও হরিণ-শিশু প্রভৃতির আনন্দ' উল্লম্ফ দেখিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিল। সুতরাং আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিল যে অতঃপর সে প্রতিদিনই প্রত্যূষে উঠিয়া বেড়াইবে। এই সঙ্কল্প শুনিয়া তাহার বন্ধু হরেন্ অত্যন্ত প্রীত হইল, এবং আজ আমার 'সুপ্রভাত' বলিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর সুরেন্ প্রতিদিন রাত্রি অধিক হইতে না হইতেই শয্যায় শয়ন করিত, এবং প্রত্যূষে উঠিয়াই ভ্রমণে বাহির হইত; এবং ইহাতে দিন দিন তাহার শরীর বলিষ্ঠ এবং মনও পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সতেজ হইতে লাগিল। অতএব শিশুগণ! তোমরাও এখন হইতে সুরেনের ন্যায় সকালে শুইয়া প্রত্যূষে উঠিয়া ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প কর। দেখিবে তোমরাও সুরেনের মত সুফল প্রাপ্ত হইবে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি কর :—

প্রাতঃভ্রমণ	কতক্ষণ	নিদ্রিত	সোণা
রবিমণ্ডল	আবির্ভূত	সুগোল	থালা
গগনপট	স্বর্ণাভ	প্রভেদ	মত
কিরণজাল	অবসাদ	প্রভাত	রাত্রি
স্বর-লহরী	পরামর্শ	সুবাস	সুস্থ
সমীরণ	হরণ	সেবন	শিরা
পুষ্প-সুবাসিত	বৃক্ষশাখা	সুমিষ্ট	ভাব
তান-লয়-যোগ	ভক্তিরস	আপ্লুত	অলৌকিক
কানন-ভ্রমণ	উপলব্ধি	পাষণ্ড	প্রক্ষালন
মহিমা	বহির্গত	প্রচার	বসন্তকাল

বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান নগরের নাম :—

কলিকাতা	বীরভূম	মুরসিদাবাদ	ফরিদপুর
নোয়াখালী	হুগলী	বাঁকুড়া	বোয়ালিয়া
ঢাকা	বরিশাল	আলিপুর	রাণীগঞ্জ
নাটোর	ময়মনসিংহ	ত্রিপুরা	কৃষ্ণনগর
বর্দ্ধমান	রাজমহল	পাবনা	চট্টগ্রাম

দ্বিতীয় পাঠ।

ভগবানের যশোগান।

(১)

কুলায় নির্ম্মিতে তোকে কে শিখালে পক্ষিবর !
মসৃণ পশম তৃণ আনি হ'তে দেশদেশান্তর ?
কে শিখালে বল তোরে বুনিতে এত সুন্দর ?
আড়াআড়ি শাখাগুলি সাজাতে রে স্তরে স্তর ?

(২)

শিখালে তোমারে কে গো ওহে মধুচক্রধর !
আহরিতে মধু; উড়ি পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তর ?
কে শিখালে বল চক্রে করিতে মধু-সঞ্চয়,
শীতের দুর্দ্দিনে পান করিয়া রক্ষিতে কায় ?

(৩)

ক্ষুদ্র পিপীলিকে! বল শিখালে কে গো তোমায়,
করিতে গভীর ছিদ্র দিয়া হুল মৃত্তিকায় ?
আর সে সুড়ঙ্গাগারে সঞ্চিতে গ্রীষ্ম-সময়,
শীতের আহার জন্য বিবিধ সামগ্রীচয় ?

(৪)

বিনা সেই নিরঞ্জন কে শিখাবে বল আর,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি হন মূলাধার?
অতএব শিশুগণ প্রতিনিয়ত তাঁহার
আরাধনা করিবে হে—তিনি মঙ্গল-আধার!

পাঠস্থিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

সৃষ্টি	তৃণ	কুলায়	পক্ষিবর
স্থিতি	স্তব	মসৃণ	পিপালিকা
প্রলয়	চক্র	দুর্দ্দিন	আরাধনা
দেশ দেশান্তর	পুষ্পান্তর	মধুসঞ্চয়	মৃত্তিকা
সুড়ঙ্গাগার	নিরঞ্জন	মঙ্গল-আধার	পশ্চাৎ
গ্রীষ্ম সময়	মূলাধার	প্রতিনিয়ত	সামগ্রীচয়

ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরগুলির নাম :—

লণ্ডন	বার্মিংহাম	সেফীল্ড	কেম্ব্রিজ
লিভারপুল্	গ্রীন্উইউচ্	ব্রিষ্টল্	অক্সফোর্ড
ম্যাঞ্চেষ্টার	লীড্স	নিউকাসেল্	ষ্ট্র্যাট্ফোর্ড*

(এভন্তীরস্থ)

* এই নগরে মহামতি কবিকুলতিলক সেক্সপীয়র জন্ম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় পাঠ।

হিত কথা।

(১)

এ পর ও আপনার এরূপ গণনা,
লঘুচিত্ত ভিন্ন কভু অপরে করে না;
কুটুম্ব সকলি তার, হৃদয় যাহার—
বিশ্বপ্রেমে হইয়াছে অতীব উদার।

(২)

যাহার নাহিক জ্ঞান কিছু আপনার,
তথাপি না শুনে বাক্য সুহৃৎ জনের,
নিধন হইবে যেন নিশ্চয় তাহার,
শাস্ত্রের বচন ইহা, নাহি ব্যভিচার।

(৩)

বুদ্ধিশূন্য বিদ্যা কিছু কাজের না হয়,
এই জন্য বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অপেক্ষায়;
বুদ্ধিহীন জনে সবে সদাই ঠকায়,
বুদ্ধির চালনা শিশু কর অতিশয়।

(৪)

দানপর রাজা হন কীর্ত্তির আধার ;
অনন্ত স্বরগভোগ হইবে তাঁহার।

(৫)

অতি লোভ না করিবে লব্ধ না ছাড়িবে ;
অতিলোভাকৃষ্ট হ'লে মস্তক ঘুরিবে।

(৬)

মহৎ করিতে কার্য্য মহৎই সক্ষম ;
ধরিতে বক্ষেতে নিজ বাড়ব অনল,
সমুদ্র ব্যতীত অন্যে হইবে অক্ষম ;
কে দেখেছে আর কোথা জলেতে অনল ?

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

সমুদ্র	পর	গণনা	লঘুচিত্ত
ব্যতীত	জ্ঞান	কুটুম্ব	বিশ্বপ্রেম
মস্তক	বাক্য	অপর	ব্যভিচার
বাড়ব	শাস্ত্র	অতীব	বুদ্ধি-শূন্য
উদার	শ্রেষ্ঠ	বুদ্ধিহীন	সুহৃৎ
বিদ্যা	অতিশয়	বচন	কীর্ত্তি

দানপর অপেক্ষা লব্ধ অনল
স্বরগভোগ অতিলোভাকৃষ্ট অক্ষম

স্কট্‌লণ্ডের নগরগুলির নাম ঃ——

এডিন্‌বর্‌রা, গ্ল্যাস্‌গো, ডণ্ডী, এবর্ডিন্।

চতুর্থ পাঠ।

অলস বালক।

রাম। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া বড় কষ্ট-কর। তাহার উপর আবার পড়া তৈয়ার করা আরও ক্লেশকর। এই দেখ ভাই! শিক্ষক মহাশয় আমাকে তিন পাত মুখস্থ ও সমস্ত শব্দের অর্থ করিতে দিয়াছেন। কিন্তু এত কি মুখস্থ করা যায়? আমার ভাই! এক এক বার মনে উদয় হয় যে শব্দগুলির কোনও অর্থ না থাকিলেই ভাল হইত।

যদু। তুমি ভাই এত বিরক্ত হইতেছ কেন? পাঠ মুখস্থ করিলে পাঠ্য বিষয়ের ভাবগুলি বহু-দিন মনে অঙ্কিত থাকে। তাই গুরু মহাশয়

তোমায় মুখস্থ করিতে বলিয়াছেন। আর শব্দের অর্থ না জানিলে ভাবগ্রহ হইবে না বলিয়াই তোমাকে শব্দের অর্থ লিখিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।

রাম। তুমি ত এক কথায় বুঝাইয়া দিলে। কিন্তু আমার যে মুখস্থ হয় না—তা আমি কি করি বল? সমস্ত পাঠ বার বার আওড়াইয়া যাইতেছি অথচ কিছুই মনে থাকিতেছে না। আর শব্দগুলির অর্থই বা আমায় কে বলিয়া দিবে?

যদু। অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলেই পড়া শীঘ্র মুখস্থ হইয়া যাইবে। তুমি যখন পাঠ আওড়াও, তখন বোধ হয় তোমার মন পাঠে থাকে না—উড়িয়া উড়িয়া নানাবিষয়ে বেড়ায়। পাঠের সহিত মনের যোগ না থাকায়, যাহা আওড়াও তাহা মনে অঙ্কিত হইতে পারে না। এখন হইতে তোমার মনকে পাঠের সহিত পূর্ণভাবে সংলগ্ন করিও, তাহা হইলে পাঠ একবার পড়িলেই তাহা তোমার মনে অঙ্কিত হইয়া যাইবে।

আর ভাল অভিধান দেখিলেই তুমি প্রতি শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে পারিবে। আর পাঠ প্রস্তুত হইলে বিদ্যালয়ে যাইতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মিবে।

কিন্তু যদুর এ উপদেশবাক্য রামের কর্ণে স্থান পাইল না। সে সেইরূপই অনাবিষ্ট রহিয়া গেল। পড়া শুনায় ঔদাসীন্য নিবন্ধন তাহার কিছুই হইল না। সুতরাং সে চিরদিনের জন্য গণ্ডমূর্খ রহিয়া গেল।

নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

উপদেশ	অনাবিষ্ট	কষ্টকর	শিক্ষক
ঔদাসীন্য	পূর্ণভাবে	মহাশয়	মুখস্থ
নিবন্ধন	অভিধান	ভাবগ্রহ	উদয়
অভিনিবিষ্ট	কর্ণ	গণ্ডমূর্খ	শব্দ
বিরক্ত	সমস্ত	শীঘ্র	অর্থ
বিষয়	সংলগ্ন	যোগ	পাঠ্য
অঙ্কিত	প্রবৃত্তি	স্বতঃ	ক্লেশকর

আয়র্লণ্ডের প্রধান প্রধান নগরের নাম :—

ডব্লিন্, বেল্ফাষ্ট, কর্ক, লিমারিক্।

অলস বালক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সেই অলস বালক এখন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার জ্ঞানবৃদ্ধি হয় নাই। তাহার অবস্থাও এখন অতি শোচনীয়। সে আজ উদরান্নের জন্য লালায়িত। চাকুরীর জন্য হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার পায়ে কড়া পড়িয়া গিয়াছে, অথচ তাহার অদৃষ্টে আজও চাকুরী মিলিল না। একদিন সে একখানি আবেদন হস্তে লইয়া আফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেই আফিসের প্রধান কর্ম্মচারীর নাম যাদব বাবু। যাদব বাবু এম,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তাঁহার বেতন অল্প দিনের মধ্যে পাঁচ শত টাকা হইয়াছে। হত-ভাগ্য রাম একদিন এই যাদব বাবুর সমপাঠী ছিল। যাদব বাবু রামকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং অতি সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু রামের মুখে আজ বাক্য সরিতেছে না।

সে অধোবদনে যাদবের পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠাসনে মৃৎ-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিল। আজ সে সমপাঠী যাদবের অধীনে কুড়ি টাকা বেতনের কর্ম্মপ্রার্থী! আজ অনুশোচনানলে রামের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ গতানুশোচনায় এখন আর কোনও ফল নাই। অগত্যা, রামকে যাদবের অধীনে সেই চাকুরী স্বীকার করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইল।

নীতি।—যে সময় থাকিতে সময়ের সদ্ব্যবহার না করে, তাহাকে শেষে অনুতাপনালে দগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সময় চলিয়া গেলে অনুতাপে কোনও ফল দর্শে না।

নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

অধোবদন	অলস	শোচনীয়	উদরান্ন	চাকুরী	
কাষ্ঠাসন	মানুষ	লালায়িত	উচ্চপদ	অদৃষ্ট	
মৃৎপুত্তলী	অবস্থা	আবেদন	অধিরূঢ়	পরীক্ষা	
হস্ত	বেতন	হতভাগ্য	কর্ম্মপ্রার্থী		
মুখ	গ্রহণ	সমপাঠী	অনুশোচনা		
গত	অধীন	সমাদর	অনুতাপানল		
হৃদয়	অগত্যা	স্বীকার	দগ্ধ	ফল	দিনপাত

ফ্রান্সের প্রধান প্রধান নগরের নাম ঃ—

প্যারিস্	ক্যালে	রাউএন্	অর্লিন্‌স
ক্যাম্ব্রে	হেভার্	ন্যাণ্টেস্	বোর্দ্দো
লিয়ন্‌স	টুলোন্	পটিয়ার্স	মার্সেলিস্
	নাইস্	আজাসিও*	

পঞ্চম পাঠ।

দুইজন ভ্রমণকারী ও টাকার তোড়া।

একদা রাম ও শ্যাম নামক দুইজন পথিক এক পথে একত্র ভ্রমণ করিতেছিল। পথে যাইতে যাইতে রাম এক তোড়া টাকা রাস্তায় কুড়াইয়া পাইল। সে ঐ টাকার তোড়াটী কুড়াইয়া পাইয়া শ্যামকে বলিল—"ভাই শ্যাম! আজ আমার কি সুপ্রভাত! যেহেতু আমি এক তোড়া টাকা কুড়াইয়া পাইলাম।"

শ্যাম উত্তর করিল "ভাই রাম! 'আমি কুড়াইয়া পাইয়াছি' না বলিয়া 'আমরা কুড়াইয়া

---

* এই নগরে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ প্রথম নেপোলিয়ন জন্ম গ্রহণ করেন।

পাইয়াছি' এই কথা তোমার বলা উচিত ছিল; কারণ যখন আমরা দুই বন্ধুতে একত্র ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমরা যাহা কিছু পাই না কেন, তাহাতে আমাদের সমান অধিকার।

রাম বলিল—"না—তাহা হইতে পারে না। যখন আমি এই টাকার তোড়া কুড়াইয়া পাইয়াছি, তখন আমিই ইহার স্বত্বাধিকারী।"

রামের এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই, দূর হইতে যেন কাহারো তর্জ্জন-গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইল। পথিকদ্বয় তাহাকে চোর বা দস্যু অনুমান করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল। বস্তুতঃ সে চোরই বটে। সেই চোর সেই দিন প্রাতে চোরিত দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার সময় সেই টাকার তোড়া তথায় ফেলিয়া গিয়াছিল। হারাণ তোড়ার সন্ধান করিবার জন্য সে সেই পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। তাই সে রামকে ঐ টাকার তোড়া তুলিয়া লইতে দেখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল।

তখন রাম বলিল—"ভাই শ্যাম! আমরা

নিতান্ত হতভাগ্য। এখনই চোর আসিয়া আমা-দিগকে ধরিবে। এক্ষণে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আর উপায়ান্তর নাই।”

ইহাতে শ্যাম উত্তর করিল—“ভাই রাম! এখন অনুগ্রহ করিয়া ‘আমরা’ এই বহুবচনের স্থানে ‘আমি’ এই এক বচন ব্যবহার কর। যখন তুমি পথি-লব্ধ অর্থের অংশ আমায় দিতে প্রস্তুত নহ, তখন আমাকে সেই অর্থগ্রহণ-জন্য দণ্ডের অংশভাগী করিতে তোমার কোনও অধিকার নাই।

নীতি।—যাহাদিগকে আমরা আমাদিগের সৌভাগ্যের অধিকারী করিতে প্রস্তুত নহি, তাহারা যে আমাদের বিপদের অংশভাগী হইতে স্বীকৃত হইবে—এরূপ আশা করা বিড়ম্বনামাত্র।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

সমাপ্ত	পথিক	তোড়া	সৌভাগ্যক্রমে
তর্জ্জন	একত্র	রাস্তা	স্বত্বাধিকারী
গর্জ্জন	ভ্রমণ	বন্ধু	শ্রুতিগোচর
অধিকার	সন্ধান	উপায়ান্তর	দণ্ড
হতভাগ্য	উত্তর	অর্থ-গ্রহণ	আশা

অনুগ্রহ প্রস্তুত বহুবচন অংশ
অংশভাগী সৌভাগ্য অধিকারী বিপদ্ বিড়ম্বনা স্বীকৃত

জার্ম্মাণির প্রধান প্রধান নগর ঃ—

বর্লিন কোনিঙ্‌সবর্গ ব্রেস্‌ল উইটেন্‌বর্গ
পোট্‌সড্যাম্ কলোন্ ম্যাগ্‌ডিবর্গ হল্ বন্
হ্যানোভার ফ্রাঙ্কফোর্ট ক্যাসেল্

ষষ্ঠ পাঠ।

সৎ সাহস।

একদিন কোনও বিদ্যালয়ে পাঠনার সময় কোন একটী বালক শিষ দিয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে এবার তিনি ক্ষমা করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ এরূপ শিষ্ দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রতি সমুচিত শাস্তি বিধান করিবেন।

পরদিন আবার সেইরূপ শিষ্ শ্রুতিগোচর হইল। সকল ছাত্রই ইহাতে ভয়চকিত হইল। শিক্ষক মহাশয় রাগান্ধ হইয়া প্রকৃত অপরাধীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন।

একটী দুষ্ট বালকের উপর সকলেরই সন্দেহ পড়িল। কারণ সে সদাই অপকর্ম্মে রত থাকিত। যখন শিক্ষক মহাশয় তাহাকে অপরাধী স্থির করিলেন, তখন সে মুক্তকণ্ঠে তাহা অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করিল না, যেহেতু সকলেই তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিত। সুতরাং শিক্ষক মহাশয় তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করিবার জন্য তাহাকে সম্মুখে দাঁড় করাইলেন।

নয়বৎসর-বয়স্ক শ্যাম নামক একটী কৃশকায় বালক কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া উৎসুক-নয়নে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া স্বস্থান হইতে উঠিয়া শিক্ষক মহাশয়ের সম্মুখে গিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল—এবং বলিল "গুরো! আপনি দেবেন্দ্রকে শাস্তি দিবেন না, কারণ আমিই শিস্ দিয়াছিলাম, সে নহে। আমি একটী কঠিন অঙ্ক কসিতেছিলাম, এবং ইহার জন্য স্লেটে স্থান করিবার নিমিত্ত, রবার দিয়া অন্য একটী

অঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে গিয়া ভ্রম-ক্রমে কঠিন অঙ্কের কিয়দংশ মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম। ইহাতে কঠিন অঙ্কটীও মারা পড়িল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া 'আমি কে'—এবং 'কোথায় রহিয়াছি' এ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, শিষ্ দিয়া ফেলিয়াছি, আমি ইহার জন্য নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইহার জন্য আমার যে অপরাধ হইয়াছে, আমার প্রতি তাহার দণ্ডবিধান করুন্। কিন্তু আমার অপরাধে আমি দেবেন্দ্রকে দণ্ডিত হইতে দিব না।" এই বলিয়া শ্যাম সবিশেষ দৃঢ়তার সহিত বেত্রাঘাত-দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য কর প্রসারণ করিল।

শ্যামের মুখ তখন গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রতম ছাত্র পর্য্যন্তও শ্যামের সহপাঠী বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে তাহার সৎসাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রত্যুতঃই শ্যাম সৎসাহসী ছিল। সে নিশ্চয়

জানিত যে, অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে দণ্ড পাইতেই হইবে, এবং জানিয়াও শুদ্ধ কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে ইহা আপনা হইতেই স্বীকার করিল।

শিক্ষক শ্যামের এই সৎসাহসে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্যামের হস্ত ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন—"শ্যাম! তুমি যে শিষ্ দিতে ইচ্ছা কর নাই, এবং হঠাৎ তোমার শিষ্ বাহির হইয়া গিয়াছে, এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি যখন এমন উদারতার পরিচয় দিয়াছ, তখন তোমাকে আমি কি বলিয়া শাস্তি দিব? সুতরাং শিষ্ দেওয়ার জন্য যদি তোমার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে ত আমি তাহা ক্ষমা করিলাম"।

শ্যামের এই ব্যবহারে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক—সকলেই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল, এবং অতঃপর "সত্যবাদী" বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে কেহই ত্রুটী করিত না।

নীতি—সত্যের ন্যায় পূজার জিনিস্ আর নাই। সত্য কথা কহিলে কখন কখন কিছু ক্লেশ সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু শেষে সত্যের জয় হইবেই হইবে।

কর্ত্তব্যের করণের ন্যায় অকর্ত্তব্যের অকরণেও সৎসাহস প্রদর্শন করা যাইতে পারে। যে কাজ আমরা অন্যায় বলিয়া জানি, যদি কেহ আমাদিগকে সে কাজ করিতে বলে, আমরা যেন তাহাতে "না" বলিতে ভীত না হই। ইঁহাতে লোকে আমাদিগকে পরিহাস করিলেও, তাহা হাঁসিয়া উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

দুষ্ট	পাঠনা	ক্ষমা	ভবিষ্যৎ	বিধান
অঙ্ক	অত্যন্ত	প্রতি	সমুচিত	রাগান্ধ
শাস্তি	বিরক্তি	শ্রদ্ধা	মুক্তকণ্ঠ	সন্দেহ

শ্রুতিগোচর	অপরাধী	বিশ্বাস	দণ্ডবিধান
অনুসন্ধান	অস্বীকার	সম্মুখ	দণ্ডগ্রহণ
ভয়চকিত	মিথ্যাবাদী	স্বস্থান	করপ্রসারণ
ব্যাপার	হতবুদ্ধি	সন্তুষ্ট	কঠিন
বেত্রাঘাত	দুঃখিত	দৃঢ়তা	কিয়দংশ
নয়-বৎসর-বয়স্ক,	ইচ্ছা	হঠাৎ	উদারতা
সম্পূর্ণ	পরিচয়	ক্লেশ	শেষ।

ইতালীর প্রধান প্রধান নগরের নাম ঃ—

রোম্	টিউরিন্	ভিনিস্	মেসিনা
জেনোয়া*	লেগ্‌হরন্	ফ্লরেন্স	প্যালার্ম্মো
মিলান্	পাইসা	নৈপল্‌স	ক্যারারা

সপ্তম পাঠ।

মানব-দেহ।

মানুষের দুই হাত ও দুই পা। প্রত্যেক হাতে ও প্রত্যেক পায়ে, পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি আছে। অঙ্গুলি না থাকিলে আমরা কোনও জিনিস ধরিতে পারিতাম না, আহার-সামগ্রী লইয়া মুখে তুলিতে পারিতাম না, এবং কলম ধরিয়া লিখিতেও সক্ষম হইতাম না। পায় আঙুল না থাকিলে আমরা সহজে চলিতে পারিতাম না। মানুষের দুইটী চক্ষু, দুইটী কর্ণ, একটী নাসিকা, একটী

---

* এই নগরে আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জিহ্বা ও ত্বক্ আছে। চক্ষু দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, কর্ণদ্বারা শুনিতে পাই, নাসিকাদ্বারা নিশ্বাস ফেলি ও প্রশ্বাস গ্রহণ করি, জিহ্বাদ্বারা কটু, তিক্ত, মিষ্ট প্রভৃতি রস আস্বাদন করি, এবং ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ অনুভব করি। দুই চক্ষে চারিটী পল্লব বা পাতা আছে। ঐ পাতা থাকায়, চক্ষুর ভিতর বালুকণা, তৃণখণ্ড ও কীটাদি পড়িতে পায় না। চক্ষু এত কোমল যে রবিকিরণ ও আলোকের ঝলসও সহিতে পারে না। এইজন্য রবিকিরণ ও আলোক লাগিলেই চক্ষুর পাতা আকুঞ্চিত হইয়া সে তাপ হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে।

মানুষের মস্তক কেশে আবৃত। কেশ মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করে এবং ইহাকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে। মস্তক গ্রীবাদ্বারা নিম্নদেহের সহিত সংলগ্ন। মানুষের দুই পাটী দন্ত আছে। উহা দ্বারা আমরা কঠিন খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে পারি। অধর, ওষ্ঠ, চিবুক, গণ্ড, গুম্ফ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি সকলই মুখের শ্রী বর্দ্ধন করে।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নুতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

চক্ষু	অঙ্গুলি	আহার-সামগ্রী	পল্লব
জিহ্বা	প্রত্যেক	নিম্নদেশ	কোমল
তিক্ত	সহজ	শীতাতপ	আলোক
মিষ্ট	সক্ষম	রবিকিরণ	আকুঞ্চিত
বালুকণা	কীট	দন্ত	অধর
আস্বাদন	স্পর্শ	ওষ্ঠ	চিবুক
তৃণখণ্ড	তাপ	গণ্ড	শ্মশ্রু
বর্দ্ধন	শোভা	গুম্ফ	গ্রীবা

ডেন্‌মার্কের রাজধানী—কোপেন্‌হেগেন্‌।

অষ্টম পাঠ।

প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপযোগিতা।

শরীরের এমন কোনও অংশ নাই—যাহা না থাকিলে চলিত। ঈশ্বর আমাদিগকে চলিবার জন্য পা দিয়াছেন। যাহার পা নাই—সে চলিতে পারে না। তাহাকে খঞ্জ বা খোঁড়া কহে। কর্ম্ম করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে হাত দিয়াছেন। যাহার হাত নাই—সে কোনও কাজ করিতে পারে না। তাহাকে নুলো বলে। তাহার অবস্থা অতি শোচ-

নীয়। সে নিজে আহার করিতে পারে না। তাহাকে খাওয়াইয়া না দিলে—তাহার খাওয়া হয় না। মুখ না থাকিলে কেহ আহার করিতে পারে না, এবং আহার না করিলেও কেহ বাঁচিতে পারে না।

জিহ্বা না থাকিলে আমরা লবণ, মধুর, ঝাল, টক, তিক্ত, কটু, কষায় প্রভৃতি রসের ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ পাইতাম না। মানুষের দুইটী ঠোঁট আছে—নিম্নটীকে অধর ও উপরেরটীকে ওষ্ঠ কহে। এই ঠোঁট না থাকিলে আমরা দুগ্ধ জল প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য চুমুক দিয়া খাইতে পারিতাম না। এই ঠোঁট দ্বারাই প্রথমে আমরা খাদ্যদ্রব্যকে আয়ত্ত করিয়া মুখের ভিতর পূরিয়া থাকি। জিহ্বা, তালু, দন্ত ও ওষ্ঠাধর না থাকিলে আমরা কথা কহিতে পারিতাম না। যে কথা কহিতে না পারে—তাহাকে মূক বা বোবা কহে। বোবারা কথা কহিয়া কাহাকেও মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের মনের কথা মনেই থাকিয়া যায়।

চক্ষু না থাকিলে আমরা দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে রূপদর্শনে যে কি সুখ, তাহা আমরা কখন বুঝিতে পারিতাম না। যাহার চক্ষু নাই, তাহাকে অন্ধ বা কাণা কহে। কাণা পথ দেখিয়া চলিতে পারে না, দেখিতে না পাওয়ায় কোনও কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে সকল বিষয়েই পর-গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। কাণার মত দুঃখী আর নাই।

কর্ণ বা কান না থাকিলে আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি কখন আমাদের শ্রুতিগোচর হইত না। যাহার কান নাই— তাহাকে লোকে বধির বা কালা কহে। কান না থাকিলে কাহারও কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কালার অবস্থাও অতি শোচনীয়।

নাসিকা বা নাক না থাকিলে আমরা দূষিত বায়ু বাহির করিতে ও বাহিরের পবিত্র বায়ু টানিয়া লইতে পারিতাম না। সুতরাং বিষাক্ত বায়ুতে শীঘ্রই আমাদের প্রাণনাশ হইত। যাহার

নাসিকা নাই, সে পুষ্পের সুঘ্রাণ পাইতে পারে না; এবং তাহার মুখ দেখিতে অতি কদাকার হয়।

নীতি—যে ঈশ্বর আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন সুখের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিয়াছেন, শিশুগণ! এস, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার উপাসনা করি, তাঁহার অনন্ত দয়ার জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর ঃ—

অংশ	শোচনীয়	লবণ	তিক্ত
গণ্ড	শ্রুতিগোচর	মধুর	কটু
কর্ম্ম	পর-গলগ্রহ	কষায়	রস
দুগ্ধ	ব্যক্ত	বধির	তালু
রূপ	দূষিত	অবস্থা	মূক
ধ্বনি	কান কর্ণ	সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন	
সর্ব্বাঙ্গীন	কৃতজ্ঞতা	একান্ত	

হলণ্ডের নগরাবলীর নাম ঃ

আমেষ্টার্ডাম্,	হার্লেম্,	লীডেন্
ইউট্রেচ্‌ট,	রটার্ডাম,	হেগ্

নবম পাঠ।

মাতৃভক্তি।

১। কোনও পিতা আপনার প্রিয় পুত্রকে বলিলেন "দেখ ঐ ধাড়ী মুরগীটী কেমন সদয় ও সস্নেহভাবে আপনার ছানাগুলিকে নিকটে ডাকিয়া নিজ পক্ষতি দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করিতেছে। তাহার ভয়, পাছে শিকারের অনুসন্ধানে এখন যে চিল উড়িতেছে, ইহা ছানাগুলির উপর বেগে পড়িয়া ঠোঁটে করিয়া ইহাদিগকে লইয়া উড়িয়া যায়।"

২। "তোমার অসহায় শৈশবে তোমাকে স্তন্য দুগ্ধ পান করাইয়া, তোমাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে শিখাইয়া, তোমার জড় জিহ্বা হইতে অর্দ্ধস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করাইয়া ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারে—তোমার জননী তোমার প্রতি যে অশ্রান্ত যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, এই দৃশ্যে তোমার জননীর সেই স্নেহ ও সেই যত্ন কি তোমার মনে উদিত করিয়া দিতেছে না?"

৩। "সেই সময়ে তিনি তোমার সামান্য

দুঃখে দুঃখী হইতেন, তোমার আনন্দে আনন্দিত হইতেন, তোমার পীড়ার সময় আরোগ্যকর ঔষধ আনিয়া দিতেন, এবং তোমার অন্তরে সত্য, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ রোপিত করিতেন—এ দৃশ্যে সে সমস্ত কি তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে না? অবশ্যই হইবে।”

৪। “বৎস! এরূপ স্নেহময়ী জননীকে তুমি অন্তরের সহিত ভক্তি করিও। তিনি তোমার আন্তরিক প্রেম ও শ্রদ্ধার প্রকৃত অধিকারিণী।”

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

সস্নেহ	স্তন্য	অর্দ্ধস্ফুট	রোপিত	অসহায়
সদয়	অঙ্গ	উচ্চারণ	আরূঢ়	স্নেহময়ী
পদ্ধতি	দৃশ্য	অনুরাগ	ঔষধ	আন্তরিক
আবৃত	স্নেহ	স্মৃতিপথ	অন্যান্য	অধিকারিণী

ভারতের উত্তর-পশ্চিম বিভাগের নগরাবলীর নাম :—

এলাহাবাদ	ফরক্কাবাদ	আগ্রা	ফয়জাবাদ
বারাণসী	বেরিলী	আজমীর	অযোধ্যা
কাণপুর	মীরট	লক্ষ্ণৌ	রায়বরেলী

দশম পাঠ।

প্রধান প্রধান ধাতু।

১। সুবর্ণ গাঢ় পীতবর্ণের ; ইহা দেখিতে অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল। আর যাবতীয় পদার্থ সুবর্ণ অপেক্ষা লঘুতর। সুবর্ণে মোহর প্রস্তুত হয়। সোণা পিটাইয়া পাতলা করিলে, কাগজের পাতা অপেক্ষাও অধিক পাতলা হয়। তাহাকেই সোণার পাত বলে। অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা সুবর্ণের মূল্য অধিক, যেহেতু ইহা বিরল ও অতি সুন্দর।

২। রৌপ্য শ্বেতবর্ণ ও উজ্জ্বল ; ইহাতে টাকা প্রস্তুত হয়। ইহা ভারতে ও আমেরিকা প্রভৃতির খনিতে জন্মে।

৩। তাম্র লোহিতবর্ণ। তাঁমায় পয়সা, বদনা ও কোষাকুশি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

৪। রূপদস্তা ও তাঁমার মিশ্রণে পিত্তল প্রস্তুত হয়। ইহা প্রায় সোণার মত উজ্জ্বল ও পীতবর্ণ। পিত্তলে অনেক প্রকার জলপাত্র প্রস্তুত হয়।

৫। লৌহ অতিশয় কঠিন ; ইহা যদিও

দেখিতে সুন্দর নয়, তথাপি অন্যান্য সকল ধাতু অপেক্ষায় অধিক প্রয়োজনীয়।

৬। ইস্পাত লোহ হইতে নির্ম্মিত। ইহাতে ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা অতি উজ্জ্বল ও কঠিন।

৭। শিশে কোমল ও গুরু। শিশেতে পেন্‌সিল্ ও গুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা আগুনে অতি সহজে গলিয়া যায়।

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নূতন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :—

গাঢ়	সুবর্ণ	পীতবর্ণ	জলপাত্র	পিত্তল
মূল্য	উজ্জ্বল	যাবতীয়	প্রয়োজনীয়	মিশ্রণ
লৌহ	পদার্থ	লঘুতর	পেন্‌সীল	কোমল

পর্টুগ্যালের প্রধান নগরাবলী :—

লিস্‌বন্ (রাজধানী), অপর্টো (এই নগর হইতে পোর্টের আমদানি হয়।)

এই পুস্তকের কঠিন শব্দগুলি বর্ণমালানুসারে সন্নিবেশিত হইল।

অ

অকারণ
অক্ষম
অগত্যা
অঙ্ক
অঙ্কিত
অঙ্গ
অঙ্গুলি
অচিরাৎ
অতিলোভাকৃষ্ট
অতিশয়
অতীব
অত্যন্ত
অদৃষ্ট
অর্দ্ধস্ফুট
অধর
অধিকার
অধিকারিণী
অধিকারী
অধিরূঢ়
অধীন
অধোবদন
অনল
অনাদর
অনাবিষ্ট
অনায়াসে
অনুগ্রহ
অনুতাপানল
অনুরাগ
অনুশোচনা
অনুসন্ধান
অপকার
অপর
অপরাধী
অপরিচিত
অপূর্ব্ব
অপেক্ষা
অবশেষে
অবসাদ
অবস্থা
অবাধ
অভিধান
অভিনিবিষ্ট
অন্যান্য
অর্থ
অর্থগ্রহণ
অলস
অলৌকিক
অসহায়
অস্বীকার
অংশ
অংশভাগী

আ

আকার
আকাশ
আকুঞ্চিত
আচরণ
আদর
আদেশ
আন্তরিক
আপ্লুত
আর্দ্র
আবির্ভূত
আবৃত
আবেদন
আরাধন
আরাধনা
আরূঢ়
আলয়
আলোক
আশা

আস্বাদন
আহারসামগ্রী

ই

ইচ্ছা

ঈ

ঈশ্বর

উ

উচিত
উচ্চপদ
উচ্চারণ
উচ্চৈঃস্বর
উজ্জ্বল
উত্তম
উত্তর
উৎফুল্ল
উদরান্ন
উদর
উদার
উদারতা
উপদেশ
উপর
উপলব্ধি
উপায়ান্তর
উল্লাস

এ

একান্ত
একত্র
এতদূর

ও

ওষ্ঠ

ঔ

ঔদাসীন্য
ঔষধ

ক

কটু
কঠিন
কতক্ষণ
কথা
কদাকার
কন্যা
কভু
কররাজি
কর্ণ
কর্ম্ম
করপ্রসারণ
কর্ম্মপ্রার্থী
কলকল
কলহ
কষায়
কষ্ট
কষ্টকর
কানন
কাননভ্রমণ
কাপড়
কারণ
কাল
কাষ্ঠাসন
কিরণজাল
কিয়দংশ
কীট
কীর্ত্তি
কুক্কুর
কুটুম্ব
কুলায়
কুসুমরাজি
কৌতুকপ্রিয়
কৌতুকাবহ
কৃতজ্ঞতা
কোমল
ক্রীড়া
ক্রীড়াশীল
ক্লেশ
ক্লেশকর
ক্ষমা

খ

খঞ্জ
খেলা

গ

গগনপট
গগনভাল
গণ

গণনা
গণ্ড
গণ্ডমূর্খ
গত
গমন
গলিত
গর্জ্জন
গান
গাড়ী
গাঢ়
গুম্ফ
গুরু
গৃহ
গ্রহ
গ্রহণ
গ্রীষ্মকাল
গ্রীষ্মসময়

ঘ

ঘটনা

চ

চক্র
চক্ষু
চটুল
চয়
চাকুরী
চিত্ত
চির
চিবুক
চীৎকার
চুরি
চোর

জ

জগৎ
জননী
জল
জলচর
জলধর
জলপাত্র
জলরাশি
জাহাজ
জিনিস
জিহ্বা
জীব
জীবগণ
জীবন
জ্ঞান

ঝ

ঝরঝর

ত

তখন
তথায়
তপ
তর্জ্জন
তরু
তরুরাজি
তানলয়
তাপ
তালু
তিক্ত
তোড়া
তৃণ
তৃণখণ্ড

থ

থালা

দ

দগ্ধ
দণ্ড
দণ্ডগ্রহণ
দণ্ডবিধান
দন্ত
দয়া
দানপর
দিক্
দিন
দিনপাত
দিব্য
দুগ্ধ
দুষ্ট

দুঃখিত
দুঃখী
দুঃখোদয়
দুর্দ্দিন
দূর
দূষিত
দৃশ্য
দৃঢ়তা
দেশ
দেশান্তর
দোষ
দ্রব্য

ধ

ধীর
ধ্বনি

ন

নক্ষত্র
নয়ন
নয়বৎসরবয়স্ক
নদী
নাশ
নিকট
নিকুঞ্জবন
নিদ্রিত
নিবন্ধন
নিম্নদেশ
নিরঞ্জন
নিরীহ
নিশ্বাস
নিষ্ঠুরতা
নিয়ত
নিয়ম
নিয়োজিত
নীচ
নীড়

প

পঙ্ক্তি
পক্ষী
পক্ষিবর
পণ্য
পদার্থ
পথিক
পর
পরগলগ্রহ
পরামর্শ
পরিচয়
পরিহার
পরীক্ষা
পলায়ন
পল্লব
পবন
পশম
পশু
পাঠ
পাঠনা
পাঠশাল
পাঠাগার
পাঠ্য
পাথর
পারগ
পালন
পার্শ্বে
পাষণ্ড
পাষাণ
পিতা
পিত্তল
পিপীলিকা
পীতবর্ণ
পুত্র
পুষ্পান্তর
পুষ্পসুবাসিত
পূর্ণভাবে
পেন্‌সিল্‌
প্রক্ষালন
প্রচার
প্রতারিত
প্রতি
প্রতিনিয়ত
প্রত্যেক
প্রফুল্ল
প্রবৃত্তি

প্রভাত
প্রভু
প্রভেদ
প্রলয়
প্রশ্বাস
প্রস্তরাঘাত
প্রস্তুত
প্রয়োজনীয়
প্রাতঃভ্রমণ
প্রার্থনা

ফ

ফল

ব

বচন
বধির
বন্ধু
বন্ধন
বসন্তকাল
বহির্গত
বহুবচন
বংশীধর
বাক্য
বানান
বালক
বালুকণা
বাস্তবিক
বাড়ব
বায়ু
বিকীরণ
বিকীরিত
বিদিত
বিদ্যা
বিধান
বিনা
বিপদ্
বিবিধ
বিরক্ত
বিরাম
বিরাজিত
বিশাল
বিশেষরূপে
বিশ্বপ্রেম
বিশ্বাস
বিষয়
বিহগকুল
বিহঙ্গ
বিড়ম্বনা
বুদ্ধিশূন্য
বুদ্ধিহীন
বৃক্ষশাখা
বেগ
বেণী
বেতন
বেত্রাঘাত
ব্যক্ত
ব্যতীত
ব্যভিচার
ব্যাপার

ভ

ভক্তিরস
ভগিনী
ভয়চকিত
ভবিষ্যৎ
ভাব
ভাবগ্রহ
ভার
ভারবহন
ভিতর
ভূতল
ভ্রমণ
ভ্রমর

ম

মঙ্গলআধার
মত
মতন
মধু
মধুকর
মধুচক্র
মধুর
মধুলিহ
মধুসঞ্চয়

মন
মনোগত
মসৃণ
মস্তক
মহাপাপ
মহাশয়
মহিমা
মাতা
মানস
মানুষ
মিথ্যাবাদী
মিশ্রণ
মিষ্ট
মুখ
মুখস্থ
মুক্তকণ্ঠ
মূক
মূলাধার
মূল্য
মৃৎপুত্তলী
মৃত্তিকা
মৃত
মৃদুল
মেষপাল
মৌমাছী

য

যপ
যশোগান
যাতায়াত
যাবতীয়
যোগ

র

রক্ষণ
রণ
রত
রব
রবি
রবিকিরণ
রবিমণ্ডল
রস
রাগান্ধ
রাত্রি
রাস্তা
রূপ
রোপিত

ল

লঘুচিত্ত
লঘুতর
লবণ
লব্ধ
লম্ফ
লাটিম
লালন
লালায়িত
লোক
লোহ

শ

শব্দ
শস্যক্ষেত্র
শস্যরাজি
শরীর
শাখা
শাবক
শাস্তি
শাস্ত্র
শিক্ষক
শিরা
শিশুগণ
শীঘ্র
শীতকাল
শীতাতপ
শুন
শেষ
শৈবাল
শোকাকুল
শোচনীয়
শোভা
শ্মশ্রু
শ্রদ্ধা
শ্রবণ
শ্রুতিগোচর

শ্রেষ্ঠ

স

সক্ষম
সঙ্গ
সঞ্চয়
সঞ্জীবন
সতত
সত্য
সদন
সদয়
সন্তুষ্ট
সন্দেহ
সন্ধান
সম্মুখ
সফল
সমপাঠী
সমস্ত
সমাদর
সমাপ্ত
সমীরণ
সমুচিত
সমুদ্র
সম্পূর্ণ
সরু
সর্ব্বাঙ্গীন
সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন
সস্নেহ
সহজ
সহিত
সংলগ্ন
সাগর
সাদা
সাধ
সাধুগণ
সামগ্রীচয়
সাহায্য
সুগোল
সুতরাং
সুন্দর
সুনিয়ম
সুবর্ণ
সুবর্ণাভ
সুবাস
সুমিষ্ট
সুশীতল
সুস্থ
সুস্নিগ্ধ
সুহৃৎ
সুড়ঙ্গাগার
সূর্য্য
সৃষ্টি
সেবন
সোণা
সৌন্দর্য্য
সৌভাগ্য
সৌভাগ্যক্রমে
স্কুল
স্তন্য
স্তব
স্থিতি
স্নেহ
স্নেহময়ী
স্পর্শ
স্মৃতিপথ
স্বত্বাধিকারী
স্বতঃ
স্বর্গভোগ
স্বরলহরী
স্বস্থান
স্বীকার
স্বীকৃত

হ

হঠাৎ
হতবুদ্ধি
হতভাগ্য
হরণ
হরষিত
হিল্লোল
হস্ত
হীন
হৃদয়

হাতী।

মন্দির।

বনমানুষ।

মহাদেব।